বাংলা বানান-০১

তানহি খান তানহা

বানান ও বাক্যশুদ্ধি প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

বিসিএস বাংলা ভাষা								
ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৩তম BCS	৪১তম BCS	৪০তম BCS	৩৮তম BCS	৩৭তম BCS	৩৬তম BCS	৩৫তম BCS
০১	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ				১	১	-	-
০২	বানান ও বাক্য শুদ্ধি	১	২	১	২	৩	-	৩
০৩	পরিভাষা	১		১	১	২	১	১
০৪	সমার্থক শব্দ			২	১	১	১	২
০৫	বিপরীতার্থক শব্দ			১	১	-	১	১
০৬	ধ্বনি	৩	২		১	২	২	২
০৭	বর্ণ		১		১	-	২	-
০৮	শব্দ	১	১	২	২	২	১	১
০৯	পদ				-	-	২	১
১০	বাক্য	২	৩		১	-	১	১
১১	প্রত্যয়	১	১	২	২	-	১	১
১২	সন্ধি				১	-	১	১
১৩	সমাস	১	১		১	২	১	১

বিভিন্ন বিসিএস এ আসা প্রশ্ন

০১. সঠিক বানান নয় কোনটি? ক. ধরণি খ.মূর্ছা গ. গুণ **ঘ. প্রানী** (৪২ বিসিএস)

০২. কোনটি শুদ্ধ নয়? **ক. যন্ত্রনা** খ.শূদ্রা গ. সহযোগিতা ঘ. স্বতঃস্ফূর্ত (৪২ বিসিএস)

০৩. কোন বানানটি শুদ্ধ? ক. মনোকষ্ট **খ. মনঃকষ্ট** গ. মণকষ্ট ঘ. মনকস্ট (৪১ বিসিএস)

০৪. কোন বানানটি শুদ্ধ? ক. পুরষ্কার খ. আবিস্কার গ. সময়পোযোগী **ঘ. স্বত্ব** (৪১ বিসিএস)

০৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? ক. প্রজ্বল খ. প্রোজ্জল গ. প্রোজ্বল **ঘ. প্রোজ্জ্বল** (৪০ বিসিএস)

০৬. শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি? (ক) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা সমীচীন (খ) শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন (গ) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন (ঘ) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন **(৪৫ বিসিএস)**

বিভিন্ন বিসিএস এ আসা প্রশ্ন

০৭. কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে? ক. শূণ্য **খ. ত্রিভুজ** গ. শূন্য ঘ. ভূবন (৩৮তম বিসিএস)

০৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলো বানানই অশুদ্ধ? (৩৭তম বিসিএস)

ক. নিক্কণ, সূচগ্র, অনুর্ধ্ব

খ. অনূর্বর, ঊর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি

গ. ভূরিভূরি, ভুঁড়িওয়ালা, মাতৃষ্বসা

ঘ. রানি, বিকিরণ, দূরতিক্রম্য

০৯. নিচের কোনটি অশুদ্ধ? (৩৭ তম বিসিএস)

ক.অহিংস- সহিংস খ. প্রসন্ন-বিষণ্ণ **গ. দোষী-নির্দোষী** ঘ. নিষ্পাপ-পাপিনী

৩৫তম বিসিএস

৮

"পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার।"-বাক্যটিতে ষ/স ব্যবহারে—

ক. প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি শুদ্ধ

খ. প্রথমটি শুদ্ধ, দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ

গ. দুটোই অশুদ্ধ

ঘ. দুটোই শুদ্ধ

অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে।

অঞ্জলী, গীতাঞ্জলী, শ্রদ্ধাঞ্জলী

যেমন: অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, পতঞ্জলি ইত্যাদি।

সোনালী রুপালী মিতালী

সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।

বিশেষণবাচক **আলি** প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে।

আলি

জসীমউদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন, জসীমউদ্দিন??

(i) (ii) ✓ (iii)

লেখক, কবি, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যা লেখা থাকে তাই লিখতে হবে।

- সোনালি ব্যাংক ✗
- রুপালী ব্যাংক

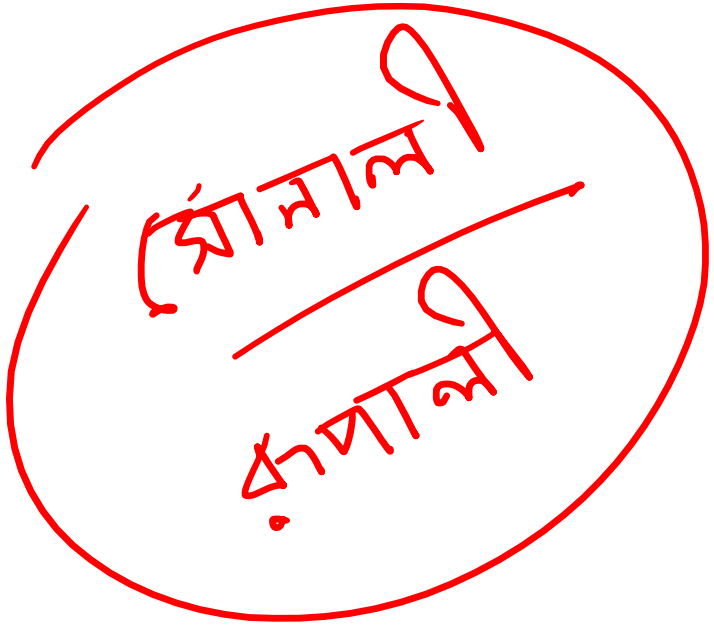

কার্যাবলী, বাংলাদেশ বিষয়াবলী, গ্রন্থাবলী???

(i) অঞ্জলি
(ii) আলি
(iii) আবলি

কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি, ইত্যাদি।

‘আবলি’ বচনবোধক যুক্ত শব্দটির আবলি অংশটুকুতে ই-কার হবে এবং পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’ যুক্ত থাকলে ই-কার হবে।

পদের শেষে '-জীবী' ঈ-কার হবে।

চাকরিজীবি, পেশাজীবি, শ্রমজীবি ×

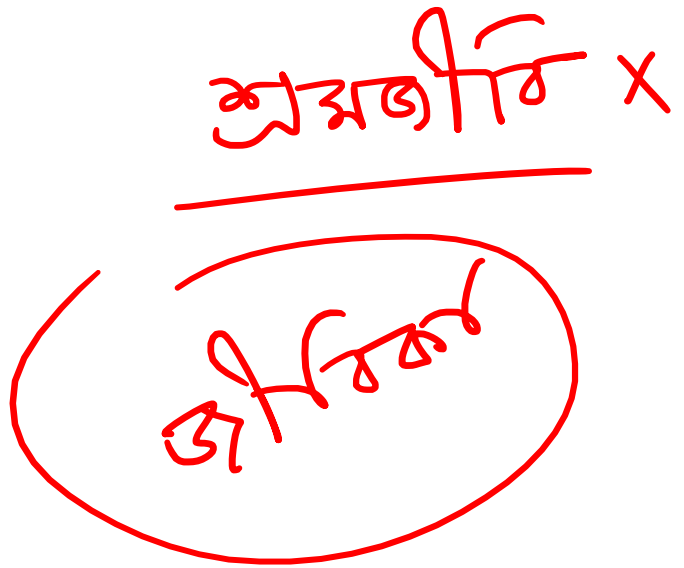

চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।

হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন:

কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক,ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

হস-চিহ্ন হবে যেসব শব্দে

উদ্‌ঘাটন, উদ্‌বেগ, উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌যাপন, দিক্‌পাল, দিক্‌ভ্রম,

দিক্‌ভ্রষ্ট, দিগ্‌দর্শন, প্রাক্‌-কথন, বাক্‌-সর্বস্ব ইত্যাদি

দু নাকি দূ???

দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ,

দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয়

দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু+রেফ' হবে।

দু নাকি দূ???

দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।

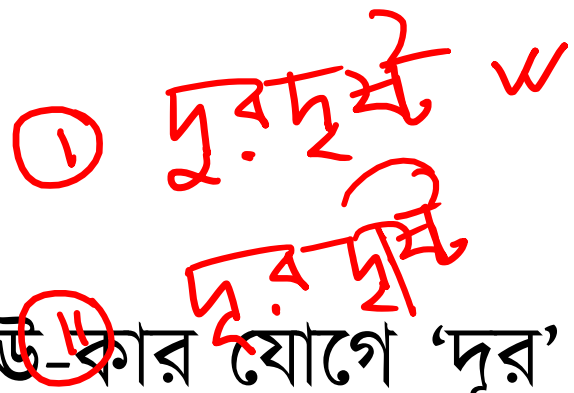

দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে ‘দূর’ হবে।

ভু নাকি ভূ???

ভূমি বা মাটি সংক্রান্ত হলে ভূ হবে। তা না হলে ভু হবে।

যেমন- ভূমি, ভূগোল, ভূমিকম্প, ভূতল, ভুধর।

কিন্তু- ভুবন, ত্রিভুবন, ত্রিভুজ।

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না

অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ্ব, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য

অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, ধৈর্য, মাধুর্য ইত্যাদি

ব্যতিক্রম: অর্ঘ্য, দৈর্ঘ্য, নৈর্ব্যক্তিক, মর্ত্য।

ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে।

ইংরেজী, জাপানী, হিন্দী ✗ ✓

বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।

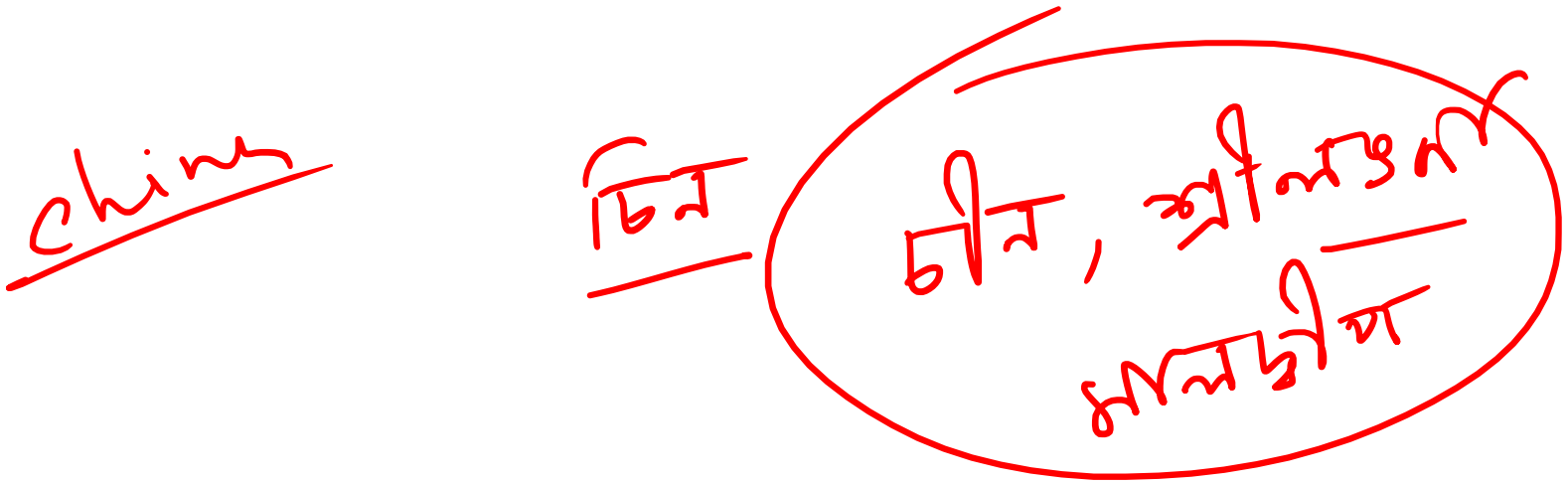

তৎসম শব্দ

পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, যুবতি, শ্রেণি

পদবী, পল্লী, ভঙ্গী, শ্রেণী

যে-সব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার-চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে ।

ঙ হবে নাকি ং হবে, তা নির্ণয়ের সূত্র

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পুর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন:

অহম্ + কার = অহংকার

সম + কীর্ণ = সংকীর্ণ

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

ঙ হবে নাকি ং হবে, তা নির্ণয়ের সূত্র

অহংকার? শৃঙ্খল

?

অহঙ্কার? শৃংখল?

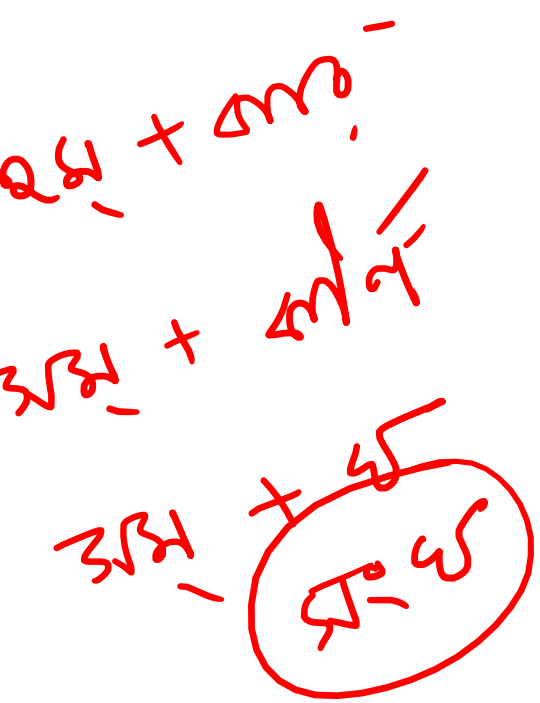

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পুর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান
অহংকার (অহম্ + কার)	অহঙ্কার	অলংকার (অলম্ + কার)	অলঙ্কার
ভয়ংকার (ভয়ম্+কার)	ভয়ঙ্কার	সংগীত (সম্ + গীত)	সঙ্গীত
সংকীর্ণ (সম্ + কীর্ণ)	সঙ্কীর্ণ	সংঘটন (সম্ + ঘটন)	সঙ্ঘটন
হৃদয়ংগম (হৃদয়ম্ + গম)	হৃদয়ঙ্গম	শুভংকর (শুভম্ + কর)	শুভঙ্কর
সংঘ (সম্ + ঘ)	সঙ্ঘ	সংখ্যা (সম্ + খ্যা)	সঙ্খ্যা
আকাঙ্ক্ষা [32th BCS; RU:17-18]	আকাংক্ষা, আকাংখা	লঙ্ঘন	লংঘন
কিণাঙ্ক [JnU:15-16]	কিণাংক	আশঙ্ক	আশংক
আতঙ্ক	আতংক	কলঙ্ক	কলংক
অঙ্ক, অঙ্গ	অংক, অংগ	বঙ্গ, গঙ্গা	বংগ, গংগা
কঙ্কাল	কংকাল	বঙ্কিম	বংকিম
শৃঙ্খল	শৃংখল	সঙ্গ, সঙ্গী	সংগ, সংগী
পুঙ্খানুপুঙ্খা[IU:15-16] (পুঙ্খ+অনুপুঙ্খ)	পুংখানুপুংখ	সর্বাঙ্গীণ	সর্বাংগীণ
শশাঙ্ক	শশাংক	শঙ্খ	শংখ
ব্যতিক্রম: শঙ্কা (শম্ + কা)।			

সঠিক বানান

পূর্বাহ্ণ	পূর্বাহ্ন
সায়াহ্ন	সায়াহ্ণ
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ণ
অহ্ন	অহ্ণ
প্রাহ্ণ	প্রাহ্ন

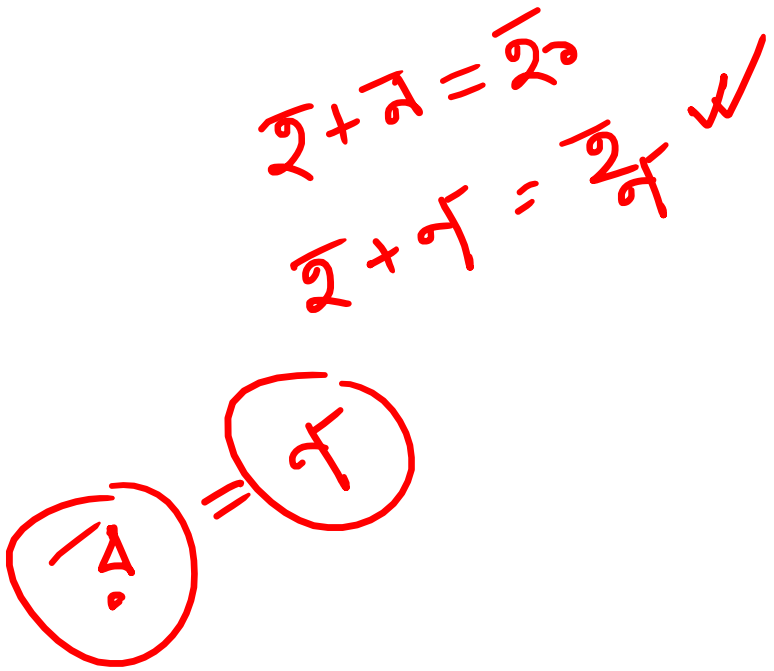

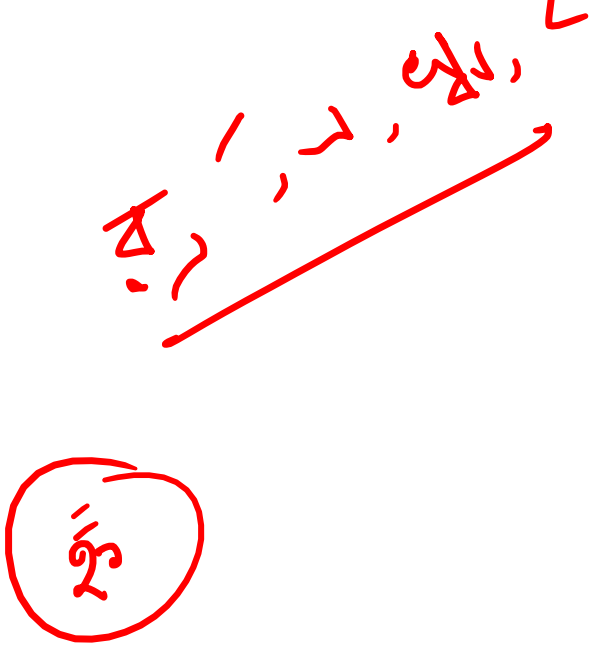

ণত্ব বিধি

কৃপণ হরিণ অর্পণ লক্ষণ লক্ষণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি

ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ অথবা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়।

ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয় যুক্ত শব্দ

ব্যবহার + ইক

(i) ব্যবহারিক

(ii) ব্যাবহারিক

(i) সামসময়িক

(ii) সমসময়িক

(iii) সমসাময়িক

ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয়যুক্ত অংশে ই-কার হবে এবং মূলস্বরের আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয় যুক্ত শব্দ

ভূগোল + ইক = ভৌগোলিক

অভ্যন্তর + ইক = আভ্যন্তরিক

প্রত্যহ + ইক = প্রাত্যহিক

মুক্ত = মৌক্তিক

উপন্যাস = ঔপন্যাসিক

গুণ/বৃদ্ধি

অ > আ

ই/ঈ > এ/ঐ

উ/ঊ > ও/ঔ

ঋ> অর/আর

ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয়যুক্ত অংশে ই-কার হবে এবং মূলস্বরের আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে

শুদ্ধ বানান	শুদ্ধ প্রয়োগ (+ইক)	ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ বানান	শুদ্ধ প্রয়োগ (+ইক)	ভুল প্রয়োগ
অভ্যন্তর	আভ্যন্তরিক	অভ্যন্তরিক	অনুষঙ্গ	আনুষঙ্গিক	অনুষঙ্গিক
ব্যবহার	ব্যাবহারিক	ব্যবহারিক	ভূগোল	ভৌগোলিক	ভূগোলিক
ব্যবসায়	ব্যাবসায়িক	ব্যবসায়িক	সমসময়	সাময়িক	সমসময়িক
ব্যাকরণ	ব্যাকরণিক	বৈয়াকণিক	উপন্যাস	ঔপন্যাসিক	উপন্যাসিক
উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক	উপনিবেশিক	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক/ইন্দ্রজালিক	-
সুপ্ত	সৌপ্তিক	সুপ্তিক	পুনঃপুন	পৌনঃপুনিক	পুনঃপুনিক
প্রত্যহ	প্রাত্যহিক	প্রত্যহিক	বিচার	বৈচারিক	বিচারিক
তৎক্ষণ	তাৎক্ষণিক	তৎক্ষণিক	ছন্দ	ছান্দসিক	ছন্দসিক

বিশেষণজাত শব্দকে বিশেষ্য করতে হলে তা বা য-ফলা যেকোন একটি প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে।

- তা-প্রত্যয় যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবেনা
- কিন্তু য-ফলা যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

বিশেষণজাত শব্দকে বিশেষ্য করতে হলে তা বা য-ফলা যেকোন একটি প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে।

- দরিদ্র + তা = দরিদ্রতা, দারিদ্র্য
- দীন + তা = দীনতা, দৈন্য
- কৃপণতা, কার্পণ্য
- একতা, ঐক্য
- দুর্বল
- অলস

সুজনতা সৌজন্য

মধুরতা মাধুর্য

বিশেষণজাত শব্দকে বিশেষ্য করতে হলে তা বা য-ফলা যেকোন একটি প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে।

তা-প্রত্যয় যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবেনা

কিন্তু য-ফলা যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

বিশেষণজাত শব্দ	বিশেষ্য রূপান্তর (+তা)	বিশেষ্য রূপান্তর (+য-ফলা)	ভুল প্রয়োগ
দরিদ্র	দরিদ্রতা [JnU:15-16]	দারিদ্র্য	দারিদ্র্যতা, দরিদ্র্যতা, দরিদ্র্য
দীন	দীনতা	দৈন্য	দৈন্যতা, দৈনতা, দীন্য,
স্বতন্ত্র	স্বতন্ত্রতা	স্বাতন্ত্র্য	স্বাতন্ত্র্যতা, স্বাতন্ত্রতা, স্বতন্ত্র্যতা, স্বতন্ত্র্য
কৃপণ	কৃপণতা	কার্পণ্য	কার্পণ্যতা, কৃপণ্যতা
বিচিত্র	বিচিত্রতা	বৈচিত্র্য [KU:18-19]	বৈচিত্র্যতা, বিচিত্র্য
বিশিষ্ট	বিশিষ্টতা	বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট্যতা, বিশিষ্ট্যতা
এক	একতা	ঐক্য	ঐক্যতা
অলস	অলসতা	আলস্য	আলস্যতা, অলস্য
বহুল	বহুলতা	বাহুল্য	বাহুল্যতা
দুর্বল	দুর্বলতা	দৌর্বল্য	দৌর্বল্যতা
সুজন	সুজনতা	সৌজন্য [11th BCS; RU:18-19]	সৌজন্যতা
সুন্দর	সুন্দরতা (প্রচলন কম)	সৌন্দর্য	সৌন্দর্যতা, সৌন্দর্য্য
বিপরীত	—	বৈপরীত্য [DU:19-20]	বিপরীত্য
চঞ্চল	চঞ্চলতা	চাঞ্চল্য	চাঞ্চল্যতা, চঞ্চল্যতা
সমর্থ	—	সামর্থ্য	সমর্থ্য

বিশেষণজাত শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে এবং তার পরে যদি (ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব) এগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের ঈ-কার, ই-কার হবে।

দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম- সতী+ত্ব= সতীত্ব, নারীত্ব, কুমারীত্ব

বিশেষণজাত শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে এবং তার পরে যদি (ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব) এগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের ঈ-কার, ই-কার হবে।

ী + ত্ব = ি + ত্ব		ী + তা = ি + তা	
অধিকারী + ত্ব	অধিকারিত্ব	উপকারী + তা	উপকারিতা
পক্ষপাতী + ত্ব	পক্ষপাতিত্ব	পারদর্শী + তা	পারদর্শিতা
একাকী + ত্ব	একাকিত্ব	প্রতিদ্বন্দ্বী + তা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
কৃতী + ত্ব	কৃতিত্ব	প্রতিযোগী + তা	প্রতিযোগিতা
দায়ী + ত্ব	দায়িত্ব	সহযোগী + তা	সহযোগিতা
মন্ত্রী + ত্ব	মন্ত্রিত্ব	মনোযোগী + তা	মনোযোগিতা
স্থায়ী + ত্ব	স্থায়িত্ব	সহগামী + তা	সহগামিতা
		সহমর্মী + তা	সহমর্মিতা

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে ।

সোনালী, হাতী, হিজরী, আরবী, চাচী

দুরবিন, বিরিয়ানি, কাহিনি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, হিন্দি, হেঁয়ালি, গির্জা, গিন্নি।

বিদেশি শব্দে ণ, ছ, ষ ব্যবহার হবে না।

যেমন: হর্ন, কর্নার, সমিল (করাতকল), স্টার,

আস্সালামু আলাইকুম, ইনসান, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি।

গণনাবাচক বা পরিমাণবাচক শব্দগুলো ‘উ’ দিয়ে আর ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো ঊ দিয়ে লিখতে হবে।

উনিশ

উনত্রিশ

উনচল্লিশ

কিন্তু

ঊনবিংশ

ঊনত্রিংশ

শব্দের শেষে বতী/মতী/গামী/কামী/বাহী/মুখী/পন্থী থাকলে ‘ঈ-কার’ হবে

পদ্মাবতী, শ্রীমতী, অনুগামী, পরিবাহী, বহুমুখী, বামপন্থী

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও কী শব্দটি ঈ-কার লেখা হবে।

এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

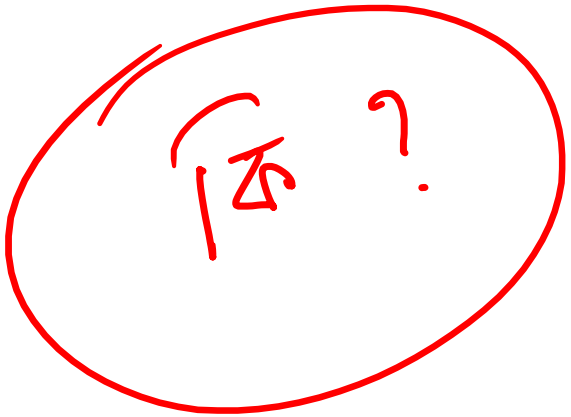

কি/কী

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত ‘কি’ হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

কি

তুমি কী খেয়েছ?

কাল, খাট, ছোট, ভাল

কাল

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে।

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে।

এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো

এগারো
বারো

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো, কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো, করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো;

কোনো, মতো।

◌ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (◌ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

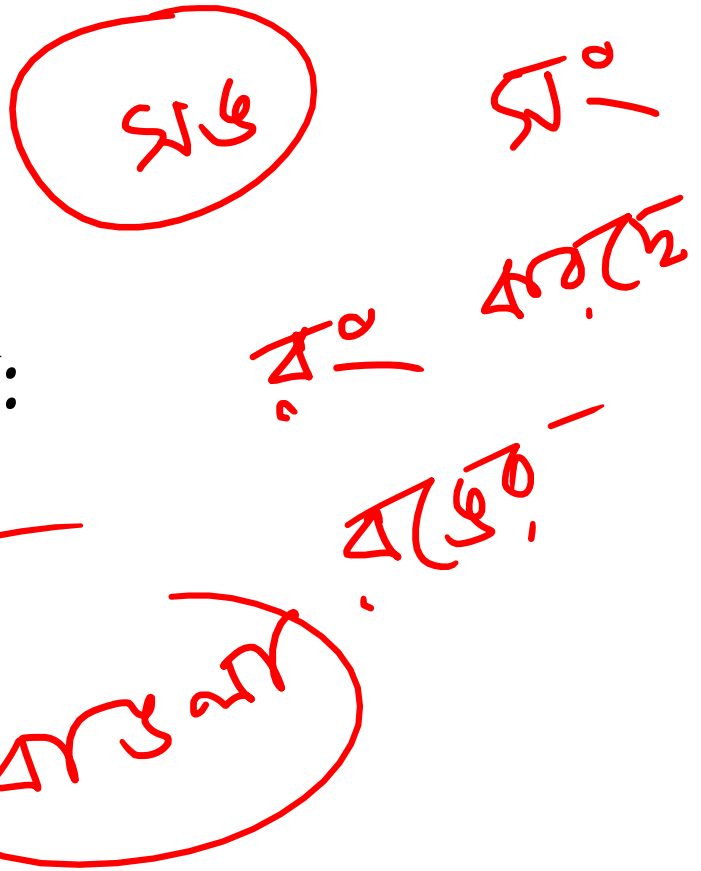

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন:

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

বিসর্গ

ক্রমশঃ
বস্তুতঃ
মূলতঃ

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না।

কার যুক্ত কিছু বানান দেওয়া হলো:

(খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

নির্নিমেষ, কাহিনি, নিবিড়, নিহিত, পাণিনি, নিষ্ক্রিয়, নিষিদ্ধ, বারিধি, প্রসিদ্ধি, বিধি, শিথিল, মিহির, শিবির, সমিতি, বিকিরণ। অতিথি, তিথি, অদিতি, দিতি, ক্ষিতি, গিরি, গিরিশ, জিনিস, জ্যামিতি, কিঞ্চিৎ, তিতিক্ষা, দিগ্‌বিজয়

P2A

ই-ঈ (১-২)

- অপরিসীম, জিগীষা, জিগীষু, চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, উপচিকীর্ষা, কিরীট গৃহিণী, চিকীর্ষা, ধরিত্রী, দামিনীজ্যোতিষী, নিপীড়ন, নির্ভীক, নিশীথ, প্রবাহিণী, বাহিনী, বিনীত, বিদীর্ণ,বিভীষণ, বিস্তীর্ণ, সাময়িকী, মহিষী, যামিনী, পরিসীমা, নির্জীব, নিরীহ ইত্যাদি।

P2A

ঈ-ঈ (২-২)

প্রতীকী, প্রতীচী, সমীচীন (উচিত), মনীষী,

জীবী, দ্বীপী (সমুদ্র), উদীচী, জীবনী, হরীতকী,

মহীয়সী, গরীয়সী, পটীয়সী, শরীরী, অশরীরী,

ভাগীরথী

ঈ-ই (২-১)

জীবিকা, শারীরিক, মরীচিকা, বাল্মীকি, অতীন্দ্রিয়, কনীনিকা, প্রতীতি, বহুব্রীহি, সীমিত, অবীচি, উজ্জীবিত, গীতিকা, কীর্তি, দধীচি, আশীবিষ, বীণাপাণি, উন্মীলিত, কীর্তিস্তম্ভ।

ই-ঈ-ই
(১-২-১)

বিভীষিকা, নির্মীলিত,

পিপীলিকা, জিজীবিষা,

নিপীড়িত, চিকীর্ষিত

P2A

ই-ঈ-ই-ঈ

নিশীথিনী, কিরীটিনী

ঈ-ই-ঈ-ই

রীতিনীতি

কিছু জটিল শব্দের বানান

অ	অচিন্তা, অত্যাধিক, অনিন্দ্য, অনুর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তজ্বালা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অলঙ্ঘ্য, অশ্বথ।
আ	আকাঙ্ক্ষা, আর্দ্রা, আবিষ্কার, অপরাহ্ণ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক ।
উ	উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপর্যুক্ত, উপলব্ধি, ঊর্ধ্ব
এ, ঐ	এতদ্বারা, এতদ্ব্যতীত, ঐকাত্ম্য, ঐন্দ্রজালিক, ঐশীশক্তি, ঐষীক
ও, ঔ	ওষ্ঠাধর, ওজস্তিভা, ওতপ্রোতভাবে, ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য, ঔর্ণনাভ
ক	কর্তৃক, কর্ত্রী, কাঙ্ক্ষিত, কৃচ্ছ্র, কৃত্তিবাস, ক্বচিৎ, ক্রূর, কঙ্কণ, কনীনিকা
ক্ষ	ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবারণ
গ	গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গৃহিণী, গণনা, গন্ধেশ্বরী
ঘ	ঘূর্ণায়মান, ঘটনাবলি, ঘন্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহুতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়
জ	জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ,জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক।

২৫০+

কিছু জটিল শব্দের বানান

ট, ঠ	অটইটম্বুর, টীকাটিপ্পনী, টানাপোড়েন, টানাহেঁচড়া, ঠাট্টাতামাশা, ঠাকুরপূজা।
ত	তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্‌ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, তৃষ্ণীম্ভাব, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত।
দ	দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া।
ধ	ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নঞর্থক, নিক্কণ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নৈঋত, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূনতম, নিশীথিনী।
প	পঙ্ক, পঙ্‌ক্তি, পদ্ম, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যুষ, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতভোজন, প্রোজ্জ্বল, পৌরোহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা।
ব	বক্ষ্যমাণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাত্যাবিধ্বস্ত, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ।
ভ	ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমাণ

কিছু জটিল শব্দের বানান

ম	মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুহুর্মুহু, মুমূর্ত, মহৌষধ, মৃণালিনী, মৃত্তিকা, ম্রিয়মাণ
য	যথোপযুক্ত, , যদ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষ্মা, যশস্বী, যাচঞা, যাথার্থ্য, যূপকাষ্ঠ, যোগরূঢ়, যৌবনোত্তীর্ণ ।
র	রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রুচিবিগর্হিত, রূপণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য রৌশন।
ল	রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রুচিবিগর্হিত, রূপণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য রৌশন।
শ	শস্য, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিষ্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশান, শ্মশ্রু (দাড়ি), শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী, শ্যেন, শ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা
ষ	ষড়ানন, ষাণ্মাতুর ষাণ্মাসিক।
স	সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিন্দূর, | সূক্ষ্ম, সৌহার্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্মরণ।
হ	হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস, হৃৎপিণ্ড, হোঁচট, হ্রস্বীভূত, হ্রেষা, হ্রদ।